দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে বাসের চাপায় শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে বাসের চাপায় সিয়াম (৪) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার দুপুর ১টার দিকে ধান্যঘড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিয়াম উপজেলার কুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘড়া গ্রামের পলাশের ছেলে এবং স্থানীয় মা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান জানান, সোমবার দুপুরে শিশু সিয়াম তার দাদীর সঙ্গে মা কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে অটোগাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিল।

ধান্যঘড়া রাইস মিল এলাকায় পৌঁছালে সে অটোগাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। এ সময় দ্রুতগামী রেখা পরিবহনের একটি বাস তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে রাস্তায় পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ রেখা পরিবহনের বাসটি আটক করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। সিয়ামের মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ঝিনাইদহে ৮ বছরের শিশুকে যৌনহয়রানির অভিযোগে মুদি

দোকানি আটক

ঝিনাইদহ শহরের ভুটিয়ারগাতি এলাকায় ৮ বছরের কন্যা শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগে লিটন বিশ্বাস (৫৫) নামের এক মুদি দোকানিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে ভুটিয়ারগাতি বিশ্বাসপাড়া এলাকা থেকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে ওই দোকানি ৮ বছরের এক শিশুকে চকলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে যৌন হয়রানি করে। শিশুটি বিষয়টি বাড়িতে গিয়ে জানালে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাকে গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশে খবর দিয়ে পুলিশ তাকে আটক করে। এর আগেও লিটনের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ছিলো বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, শিশুটিকে যৌন হয়রানির অভিযোগ লিটন বিশ্বাসকে থানায় আনা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে সে অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে অসুস্থ ১৪ শিশু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে বিভিন্ন বয়সী অন্তত ১৪ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অতিরিক্ত পেটব্যথা ও বমি হওয়ায় তাদের মধ্যে ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের দেওয়া চিকিৎসায় তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের মধ্যে রয়েছে মোস্তাকিন (১২), কাফি (১২), আমেনা খাতুন (৩), হালিমা (৯), রক্তিমা (১১), রিয়াদ (১১), ফেরদৌস (১০), ফুয়াদ (১২) ও মোস্তাকিম (৯)। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার

সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, গত রোববার (৫ জুলাই) বিকেলে প্রতিদিনের মতো গ্রামের শিশুরা খেলতে বের হয়। একপর্যায়ে সড়কের পাশে থাকা একটি জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল কাঠবাদাম ভেবে কয়েকটি করে খায়। মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় শিশুরা তৃপ্তি করে ফলটি খায়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর একে একে তাদের পেটব্যথা ও বমি শুরু হয়।

বিষয়টি বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। অসুস্থ হয়ে পড়ে অন্তত ১৪ শিশু। তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অসুস্থ শিশু মোস্তাকিনের মা শাহনাজ পারভীন বলেন, তার ছেলে বাড়ি ফেরার পরই বমি শুরু করে এবং তীব্র পেটব্যথায় ভুগতে থাকে। প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হলেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালে ভর্তি ফুয়াদ জানায়, খেলার সময় এক বন্ধু ফলটি খেতে ভালো বলে জানালে তারা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে শুরু করে।

পরে অন্য শিশুরাও তাদের দেখাদেখি ফল খায়। খাওয়ার সময় কোনো সমস্যা না হলেও বাড়ি ফেরার পর বমি ও পেটব্যথা শুরু হয়।

অভিভাবকরা জানান, জিয়ালা গাছের ফল সাধারণত কেউ খায় না। বড়রা জানলেও শিশুরা জানত না যে এই ফল খাওয়া ক্ষতিকর। এর আগে গ্রামের কেউ এ ফল খেয়েছে বলেও জানা যায়নি।

চিকিৎসক জানান, স্থানীয়ভাবে জিয়ালা কচা নামে পরিচিত বার্বাডোজ নাট গাছের ফল ও পাতা খেলে পেটব্যথা, বমি এবং তীব্র ডায়রিয়া হতে পারে। অসুস্থ শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, জিয়ালা গাছ সাধারণত বসতবাড়ি ও ক্ষেতের বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গরু-ছাগলও এ গাছের পাতা বা ফল খায় না, তাই এটি বেড়া হিসেবে বেশ কার্যকর।

গাংনীতে পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে রামিম নামের ৮ বছর বয়সী এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভিটাপাড়া এলাকায় মহাসিন হাজির পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

‎রামিম উপজেলার গোপালনগর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী রুহুল আমিনের ছেলে ও স্থানীয় আলিমুল কোরআন মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তারা বর্তমানে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সবজি আড়ত পাড়ায় বসবাস করছেন।

‎‎স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে রামিম ও তার বন্ধু সিয়াম মহসিন হাজির পুকুর পাড়ে একটি বাঁশের তৈরি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা করার সময় অসাবধানতাবশত রামিম পানিতে পড়ে তলিয়ে যায়।

‎এ সময় তার বন্ধু সিয়াম দ্রুত দৌড়ে গিয়ে রামিমের পরিবারকে খবর দেয়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এসে পুকুর থেকে রামিমের অচেতন দেহ উদ্ধার করে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাসমেরী খাইরুন নাহার জানান, শিশুটি হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছে।

‎গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী অপমৃত্যুর মামলা হবে।

শিশুর রামিমের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ও নিহতের পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযানে দুই শিশু সহ গ্রেফতার ১১

আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৬০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। তাদের মিধ্যে দুইজন শিশু আছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে চিৎলা রুইতনপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন , উপজেলার রুইতনপুর এলাকার বাসিন্দা মৃত বাবর আলী মন্ডলের পুত্র মতিয়ার (৫৪), আব্দুল হাকিমের পুত্র সোহাগ আলী (৩২), মৃত আবুল কালামের পুত্র মঞ্জুর আলী (৩২)। মেহেরপুর সদর উপজেলার শিমুলতলা গ্রামের শরিফুল ইসলামের পুত্র টনিক (২৫) ও আব্দুল আলিমের পুত্র রাসেল হোসেন তুহিন (২১), আলমডাঙ্গা থানাপাড়ার মৃত মোকলেসুর রহমানের ছেলে শহিদুল ইসলাম(৪০), ওসমানপুর হঠাৎ পাড়ার হেলাল উদ্দিনের ছেলে লিউন(২৫), একই গ্রামের হাসেম আলির ছেলে উজ্জ্বল হোসেন(২৬), একই গ্রামের লালচাঁদের ছেলে লাবলু হোসেন(৩৬)আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে খাইরুল ইসলাম(২৬),একই সাথে গ্রেফতার পারোয়ানা ভূক্ত আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের আরশাদ আলি ছেলে আকবার আলি(৪০), এ ছাড়া উপরন্তু আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত দুই শিশুকেও আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন খবর ভিত্তিতে হাপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত সাহার নেতৃত্বে একটিদল ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আনিচ উদ্দিনের আমবাগানের উত্তর পাশ থেকে সাতজনকে সর্বমোট ৬০০ গ্রাম গাঁজাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। উদ্ধারকৃত মালামালের জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এ ঘটনায় গাঁজা বিক্রয় ও মজুতের অভিযোগে অজ্ঞাতনামা চার-পাঁচজন

সহযোগীকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসা বা সেবনে যারাই সম্পৃক্ত থাকুক না কেন , কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। আলমডাঙ্গাকে মাদকমুক্ত রাখার এই প্রয়াস পুলিশ অব্যাহত রাখবে।

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে অরিন হোসেন (৮) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে দোড়া ইউনিয়নের সুয়াদি গ্রামে এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত অরিন হোসেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিশিষ্ট স্যানিটারি ব্যবসায়ী মোঃ আমজাদ হোসেন রনির একমাত্র ছেলে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমজাদ হোসেন রনি তার ছেলেকে নিয়ে শনিবার গ্রামের বাড়ী সুয়াদি বেড়াতে যান। বিকেলে বাড়ির অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলার সময় অসাবধানতাবশত অরিন সবার অগোচরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান।

পরে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অরিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে কোটচাঁদপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বাবা আমজাদ হোসেন রনি ও পরিবারের সদস্যরা শোকে বাকরুদ্ধ

হয়ে পড়েছেন।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনি প্রক্রিয়া শেষে অরিনের মরদেহ দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ইজিবাইক, শিশু- নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুরে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে গেছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে ইজিবাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ফতেপুর সড়কের কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জলিল শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী জাহিদা খাতুন। এছাড়া আহত অপর এক নারী ও এক শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জাহিদা খাতুনসহ অন্যরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি উজলপুরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিল। পথে কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা উজলপুরগামী একটি বেপরোয়া গতির খালি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-১৭১৩) ইজিবাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি মুহূর্তেই দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষে ট্রাকটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তেল সংকট দেখা দেয়। পরে চালক উজলপুর কুঠিপাড়া বাজার এলাকায় ট্রাকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি উজলপুর বাজার এলাকায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছে।

চালক ও ট্রাকের মালিককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে। তেলের ট্যাংক লিকেজ হওয়ায় ট্রাকটি তাৎক্ষণিকভাবে সরানো সম্ভব হয়নি। তবে সেটি থানা হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”

ঝিনাইদহে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা; গণপিটুনিতে ধর্ষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে বিল্লাল হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তি গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের চরখাজুরা গ্রামের ঝিনুক মালা আবাসন প্রকল্পে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে।

নিহত বিল্লাল মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার দেওলি গ্রামের বরকত আলী বিশ্বাসের ছেলে। মাত্র সাত দিন আগেই তিনি ওই আবাসন প্রকল্পে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে অভিযুক্ত বিল্লাল প্রলোভন দেখিয়ে ওই শিশুকে তার কক্ষে ডেকে নেন।

প্রথমে মিষ্টি খাওয়ার লোভ দেখালেও পরে শিশুটির হাতে ১০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে তাকে কক্ষে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়।

এসময় শিশুটির আর্তচিৎকারে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

ঘটনার ভয়াবহতায় উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অভিযুক্ত বিল্লালকে আটক করে গণপিটুনি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর মা সীমা খাতুন বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি (তদন্ত) গোকুল চন্দ্র জানান, “যৌন নিপীড়নের অভিযোগে একজনকে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছিল। গণপিটুনিতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তিনি মারা গেছেন। ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।”

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোক ও তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার বিষয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করেছে প্রশাসন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই

শিশুসহ নিহত ৩, আহত ২

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায় ইজিবাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা মাঠপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফুল ইসলাম (৩২), একই গ্রামের মাহিমের চার বছর বয়সী মেয়ে আফরিন এবং যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার সজীব আলীর ছেলে মাহিমের ভাগ্নে আকবর আলী (১০) ওরফে আবরার। আহত হয়েছেন মাহিম আলী ও তার স্ত্রী মুক্তা খাতুন। তারা কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিফুল ইসলাম মাহিমের পরিবারের ৪ জন যাত্রী নিয়ে শালিকা থেকে মটমুড়ায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাচ্ছিলেন। পথে তেরাইল ওলিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ইজিবাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ইজিবাইক চালক আরিফ মারা যান এবং যাত্রীরা গুরতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মাহিমের মেয়ে আফরিন ও ভাগ্নে আবরার মারা যায়।

অপরদিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু আফরিন ও আকবর আলীর মৃত্যু হয়।

আফরিনের মামা রহিদুল ইসলাম জানান, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। কুষ্ঠিয়ার নেওয়ার পর আফরিন ও আবরার মারা গেছে। মাহিম ও মুক্তার অবস্থাও আশঙ্কাকা জনক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক, ইজিবাইক এবং নিহত আরিফুল ইসলামের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে, ইজিবাইক চালক আরিফের মরদেহ উত্তর শালিকা গ্রামের পৌছালে পুরো এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। আফরিন ও আবরারের মরদেহ শালিকা উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া থেকে রওয়ানা হয়েছে। বিকালে আরিফের দাফন সম্পন করার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানে বিশেষ আপ্যায়ন

“মানবিকতার টানে, হাসুক প্রতিটি মুখ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে কসবা ব্লাড ব্যাংক ও জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানে এক বিশেষ আপ্যায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামাল হোসেন লাল্টু, সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম, সহ-সভাপতি আজিজুল হক আকাশসহ অন্যান্য সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপদেষ্টা রফিকুল আলম বকুল বলেন, কসবার একঝাঁক তরুণের এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের অসচ্ছল, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সহায়তামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদে খাদ্যসামগ্রী প্রদান এবং জরুরি প্রয়োজনে রক্তদানসহ নানা মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি এ কার্যক্রমে যারা আর্থিক সহায়তা, সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং ভবিষ্যতে আরও সক্রিয়ভাবে মানবসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সমাজের সামর্থ্যবান ও বিত্তবানদেরও এ ধরনের উদ্যোগে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ বলেন, “আমাদের চারপাশের এই নিষ্পাপ শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং একবেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের সামাজিক

দায়বদ্ধতারই অংশ।”

তিনি আরও বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।